মধ্যবর্তী নির্বাচনী

জয় ঢাক

সব হারাদের জীবন ঘিরে

হে মধ্যবিত্ত, তব বিচিত্র জীবন ঘিরে
হা-সঙ্কট, শত সমস্যা জীবন ভরে,
ওই যে দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে দেখ ভোট প্রার্থীরে
    শত শত বাণী দেয়ালে দেয়ালে
    ভাল ভাল কথা সকলেই বলে
আজিও নিত্য জ্বলিছে পিত্ত অনাহারে ;
এই ভারতের সব হারাদের জীবন ঘিরে।
এসেছে ভোটার ভাব বার বার
    তব হাতিয়ার এই ভোট।
কহি তব প্রতি-হটাও দুর্নিতী
    হও সবে একজোট।
কালো টাকা দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটে
যাদের চর্বি বেড়ে গেছে পেটে,
তারা যেন গদী পায়নাকো মোটে, তাকাও ফিরে।
এই ভারতের সব হারাদের জীবন ঘিরে।

লেখক, শ্রীকুমার পাঠক।

বিরস বাংলার সরস কথা-২৫

ভোটের তহবিলে নয় * বাঁচার তহবিলে দশ পয়সা দিন।

নাম ফাটাও !

বঙ্গেশ্বরের কক্ষে একটি ঘরোয়া সভা বসেছে। সভায় স্ব... স্বয়ং বঙ্গেশ্বর, উৎফুল্ল সেন, নগেন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ চন্দ্র, ডাঃ ... মায়া, বিভা, অশোক প্রভৃতি।

বঙ্গেশ্বর—বন্ধুগন ! আগামী ২ই ফেব্রুয়ারী আমাদের মহান গণতন্ত্রের ... এক অগ্নি পরীক্ষা সুরু হবে। সেই পরীক্ষায় আমাদের ... হওয়া চাই। গত সাধারণ নির্বাচনে আমরা আমাদের ... সুনাম হারিয়েছি, আজকের এই অন্তবর্তী নির্বাচনে ... পুনরায় জনমনে জাগিয়ে তুলতে হবে।

উৎফুল্ল—অর্থাৎ সারা দেশে আমাদের নাম ফাটাতে হবে।

বঙ্গেশ্বর—হ্যা, ঠিক তাই। ওই বিদেশী মতবাদের কাগুজে ... গুলোকে ভোট যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে আবার আমাদের প্র... করতে হবে যে আমরাই হলাম এদেশের একচ্ছত্র অধিপ...

উৎফুল্ল—কিন্তু প্রভু তা কি সম্ভব হবে ? ভেবে দেখুন গত ... নির্বাচনের কথা, রাক্ষুসী আরাম বাগ আর ওই ... শোচনীয় পরাজয়ের কথা—

বঙ্গেশ্বর—ভীত হয়োনা বন্ধু, যে দেশের মানুষ এখনও হাতে ... দেখিয়ে লটারী ধরে, সম্পদের জন্য দেবতার কাছে ... করে, চাকুরীর জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দেয়, সে দেশে ... ভয় কি ? এর বিপরীত যারা করে তাদের আমি ... করি।

[এমন সময় নেপথ্যে শ্লোগান শোনা গেল—ভোট ভোট ...

সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা! কৃষক শ্রমিক রাজ-কায়েম কর, ... কর! বিপ্লবী ঐক্য জিন্দাবাদ।]

...—ওই। ওই শুনুন প্রভু বাংলার দিকে দিকে একদল বিপ্লবের আওয়াজ তুলছে। ওরা বলছে বিপ্লব চাই। দেয়ালে দেয়ালে দেখুন, "মাও সে তুং জিন্দাবাদ, রাইফেলই শক্তির উৎস" এই সব কথায় ভর্ত্তি।

প্র:—রাইফেলই যদি শক্তির উৎস হয় তবে ভয় পাবার কোনও কারণই ত আমাদের নেই নগেন্দ্র।

...—কিন্তু ওরাত নির্বাচন চাইছে না-চাইছে সশস্ত্র বিপ্লব।

প্র:—ওরা নির্ব্বাচন বয়কটের কথা, বিপ্লবের কথা যত বলবে ততই আমাদের সুবিধা। দেখছ না বন্ধু একজন সংশোধনবাদ আর একজন নয়া-সংশোধনবাদ অপরজন বিপ্লববাদ, জনসাধারণ ভাবতে থাক কোনটা আসল বাদ, পরে দেখবে তিনটেই বাদ আমরা অবাধ, আমাদের পথও নির্বিবাদ, হা-হা-হা-হা,

ঘোষ—[লাফিয়ে উঠে] যা কথা একখান কইল্যা না-লাখ টাকা দাম হইব। আমাগো পথ এহন নির্বিবাদ-যারে কয়-নিষ্কণ্টক, এহন খালি একটু নাম ফাটনের কাম, ব্যস্।

...—ঠিক কথা বলেছেন মিঃ ঘোষ, বাংলার শহরে নগরে, গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে, এখন শুধু আমাদের নাম ফাটাতে হবে। চিৎকার করে বলতে হবে, 'হে বঙ্গবাসী। মনে করুন পাঁচ টাকা কিলো চালের কথা, সর্বনাশা ঘেরাও আর গণ-কমিটীর কথা আসুন ওদের সব ভণ্ডুল করে দিয়ে আমরা স্বপ্নময় সুখের

সোনার ভারত গড়ে তুলি। মহিমামণ্ডিত মহাভারতের ম
গণতন্ত্র রক্ষার মহৎ দায়িত্ব পালনে আমরা সক্ষম।

ডাঃ ঘোষ—বাঃ বাঃ বড় বড় ভাষা দিয়া। বেশ চমৎকার কথা শুন
কইলা ত। এই কথা গুলান যদি দ্যাশের হগলডির ক
একবার ঢুকাইয়া দেওয়ান যায়-তাইলে বাজীমাৎ কইরা ছা
দেখছি!

চন্দ্র—স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের এটা সময় নয় ডাঃ ঘোষ। এই দ
অর্থাৎ বারো জনের তের হাড়ীর ভাত খেয়ে আপনার
একদিন বদহজম হয়েছিল সে কথা চিৎকার করে সব
বলতে হবে।

ডাঃ ঘোষ—কইমু ক'মু একশোবার কানে হাজার বার কমু আমি কি স
সাধে কন্ট ছাইরা আইছি—মাও মাও মাও : কইরা দ্যাশ
একেবারে কম্যুনিষ্ঠ বানাইয়া ছারছিল আর কি। ব
দ্যাশের পোলা কোথায় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজির ক
কবি তা না থলি মাও মাও।

বঙ্গেশ্বর—ঠিক, ঠিক কথা বলেছেন মিঃ ঘোষ। জোতদার মহা
পুঁজিদার আর ওই বিদেশী বেনিয়ার স্বার্থে, এই মহান ভা
মহান গনতন্ত্রের স্বার্থে-ওদের হাতে আমরা দেশকে ছেড়ে
পারি না। জয়ী আমাদের হতেই হবে। আর সব
দিকে দিকে আপনারা ছড়িয়ে পড়ুন ভয় নেই, ইতি
আমাদের নাম কাটতে সুরু করেছে দিল্লী থেকে কয়েকজন
এসে কিছু নাম কাটিয়ে গেছেন, এবার আমাদের পালা-স
বলুন শহরে-নগরে-গঞ্জে-গ্রামে।

সকলে—(শ্লোগান) নাম কাটাও। নাম কাটাও।

[যবনিকা]

ভোট দেবেন কাকে ?

কি মহান এই গণতন্ত্রে করছি মোরা বাস,
শিক্ষিতরা বেকার হয়ে কাটছে ঘোড়ার ঘাস,
কাটছে জীবন অর্দ্ধাহারে
এ কথাটা জানাই কারে
বিশ বছরের গণতন্ত্রে উঠছে নাভিশ্বাস
কিছু হলেন টাকার কুমীর-সবাই হলেম দাস।
আমি একজন অতি সাধারণ রাজনীতি না বুঝি
খেয়ে পরে বেচে থাকার সুখ শান্তি খুঁজি
শান্তি যখন পাইনি খুঁজে
থাকবনা আর চক্ষু বুজে
ফেলব ভেঙ্গে এবার তোমার শোষন করার পুঁজি
মুখের উপর সত্যি যা তা বলছি সোজাসুজি।
আমার এই একটি ভোট মানেই হল একটি প্রতিবাদ
বিশ বছরে যেটুকু পেলাম স্বাধীনতার স্বাদ
খাইয়েছ খুব আটার রুটি
শুকিয়ে হলাম কড়াই শুটী
এটা ওটা সেটা খেয়েই শরীর হল কাৎ
এখন ফাঁকা বুলি ছেড়ে বাজার যায় কি করা মাৎ ?
চাইছে যারা লেকচারেতেই জিতবে এবার ভোটে
তোমায় আমায় পাঠাবে পরে ট্রাইবুনালের কোর্টে
কারণ এটা গণতন্ত্র

এক এক শ্রেণীর এক এক মন্ত্র

আমার কথা বুঝবে তারা খাচ্ছে যারা খেটে
বাদ বাকিরা বুঝবে ঠিকই-তবে একটু লেটে।
এ চুনাও কোই খেল নেহী হায় একটু দেখ ভেবে
কার স্বার্থে, কিসের জন্য ? কার বাক্সে নেবে ?
কে রয়েছে পাশে পাশে
কাকে ডাকলে ছুটে আসে
আমার হাতের ঝাণ্ডাখানি কে দুহাতে দেবে
ছাটাই লে অফ লক আউটে কেইবা অভয় দেবে ?

গোপন ভোট।

এ বাড়িতে কে আছো গো ! শুনে যাও, শোন ভাই
এ বারের নির্বাচনে ভোটখানা যেন পাই।
আরে, অপনি স্বয়ং কেন ? নিশ্চয় ! নিশ্চয় !
আপনাকে ভোট দেব, তাকি বলে দিতে হয় !
দিলাম ত কত কিছু, কিবা আর পাচ্ছি
বাড়তি পয়সা দিয়েও র‍্যাকে কিনে খাচ্ছি।
কচি বাচ্চাটা তাকেও দিয়েছি ওষুধ পরেনি মুখে
"বাবা !" বলে শুধু শেষ ডাক দিয়ে লুটিয়ে পরেছে বুকে।
চাকরীটা ছিল তাও দিয়েছি, ছাটাই নিয়েছি মেনে
ঝাণ্ডা উড়ায়ে প্রতিবাদ তবু করিনি সবার সনে।

ঘরের বধূর লজ্জা দিয়েছি ছিন্ন বসনে থাকে
ছোট ছেলেটার শিক্ষা দিয়েছি বাদাম, লজেন্স হাঁকে।
সোনা-দানা সেত কবেই দিয়েছি তাকি আজ মনে আছে
জমি জমা সেত বিকিয়ে কবেই দিয়েছি তোমার কাছে
অর্থ যা ছিল দিয়ছি সকলই তোমার নামেতে ব্যাঙ্কে,
সব দিয়ে আজ করিতেছি কাজ কেরানী এল ডি র‍্যাঙ্কে।
জানি অটোমেশন কম্পিউটার মেসিনেতে কাজ করবে।
সেই অজুহাতে কিছুদিন পরে হয়ত ছাটাই করবে।
ভবিষ্যত ত দিয়েই রেখেছি চিন্তা কি আছে আর,
তবু ভোট দিও বলে লজ্জাটা কেন দিয়ে যান বার বার।

ভোটের পাঁচলী

শোনো সবে ভক্তি ভবে করি নিবেদন
বাংলা দেশে মধ্যেবর্ত্তী আইল নির্ব্বাচন।
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্বাচন হবে
যে কোনও একটি দল গদীতে বসিবে।
আমরা গরীব মানুষ খেটে-খুটে খাই
খেয়ে পরে মোটামুটি সুখ শান্তি চাই।
যুক্তফ্রন্ট গদী পেয়ে বসে সিংহাসনে
আর একজন হিংসা করে ব্রহ্ম অস্ত্র হানে
সেই অস্ত্রে কিছু লোক দলত্যাগ করিল

কংগ্রেস আসিয়া অমনি তাতে যোগ দিল ।
দিনে দিনে, এক ম[illegible] কঠিন
অবাক হইল দেখে দেশে জনগণ ।
এরপর সারা দেশ উঠিল ক্ষেপিয়া
রাষ্ট্রপতি রাজদণ্ড ধরিল আসিয়া ।
তাই ফের পুনরায় নির্বাচন হবে
জনগণ কার হাতে রাজদণ্ড দেবে ?
ভোট এলে বড় বড় কথা মুখে বলা
খেতে চাইলে যারা বলে খাও কাঁচকলা ।
ধনীরে বাঁচাতে যে জন গরীবেরে মারে
একটি ভোটও কভু আমি দিব না তাহারে
যে জন রহিবে সদা মোর সাথে সাথে
যে জন রাখিবে আমায় ছুটি ডালে ভাতে ।
অন্নবস্ত্র শিক্ষা আর চাকরী বাসস্থান
যে জোগাবে সেই জন ভোট যেন পান ।
ভোটাররা চাহিবে যারে সেই ভোট পাবে
না চাহিলে দশচক্রে ভূত হয়ে যাবে ।
এই পাঁচালী কিনে নিয়ে পড়িবে যাহারা
এই নির্বাচনে জয়লাভ করিবে তাহারা ।

শ্রীরণজিৎ কুমার পাঠক কর্ত্তৃক বাস্থ প্রিন্টাস,
৫১নং অখিল মিস্ত্রী লেন, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত